ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশ
দুর্নীতিবিরোধী সামাজিক আন্দোলন

"হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল : সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়" শীর্ষক গবেষণা প্রতিবেদনের ওপর কিছু প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ১: টিআইবি কেন এই গবেষণাটি পরিচালনার উদ্যোগ নিয়েছে?

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল বাংলাদেশে উন্নত সেবা দিয়ে জনগণের স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করলেও বর্তমানে সরকারি ও বেসরকারি বিভিন্ন হাসপাতালগুলোর সাথে তাল মিলিয়ে আধুনিক সেবা নিশ্চিতে পিছিয়ে পড়েছে। হাসপাতালের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড, সংস্কার ও আধুনিকায়নের কার্যক্রম চলমান থাকলেও সম্প্রতি এর চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতি এবং অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন সূত্রে উত্থাপিত হয়েছে। এসব অভিযোগের মধ্যে রয়েছে, বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগ, হলি ফ্যামিলি মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের কার্যক্রমে স্বচ্ছতা ও জবাবদিহি নিশ্চিতে ম্যানেজিং বোর্ড ভেঙ্গে দিয়ে অ্যাডহক কমিটি গঠন, অদক্ষ ব্যবস্থাপনা, সেবার মান ও রোগীর সংখ্যা হ্রাস পাওয়া প্রভৃতি। অলাভজনক হওয়ায় প্রতিষ্ঠানটির সুনামের সাথে রোগীর সংখ্যা এবং আয় ঘনিষ্টভাবে সম্পৃক্ত। স্বাস্থ্য খাত ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল বাংলাদেশের (টিআইবি) গবেষণা ও অধিপরামর্শ কার্যক্রমের অগ্রাধিকারমূলক একটি খাত। ইতোপূর্বে টিআইবি সরকারি ও বেসরকারি (লাভজনক) স্বাস্থ্যখাত ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে গবেষণা ও অধিপরামর্শমূলক কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। টিআইবি'র নিয়মিত কার্যক্রমের ধারাবাহিকতায় সুশাসনের নির্দেশকের আলোকে হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের মতো একটি ব্যতিক্রমি এবং অলাভজনক হাসপাতালের চিকিৎসাসেবা কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ উদ্‌ঘাটনে এ গবেষণাটি পরিচালনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ২: এই গবেষণার উদ্দেশ্য কি এবং এর পরিধি বা আওতা কতখানি?

গবেষণার প্রধান উদ্দেশ্য হলো হাসপাতালটির কার্যক্রমে সুশাসনের চ্যালেঞ্জ পর্যালোচনা করা এবং সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য হলো হাসপাতাল পরিচালনা নীতি ও কাঠামো, আইন, বিধি-বিধান পর্যালোচনা এবং সেবা ও ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে সুশাসনের ঘাটতির স্বরূপ ও এর কারণসমূহ চিহ্নিত করা। পাশাপাশি, চিকিৎসাসেবায় সেবাগ্রহীতা ও অন্যান্য অংশীজনদের অভিজ্ঞতা ও মতামত পর্যালোচনা করা এবং গবেষণার প্রাপ্ত ফলাফলের আলোকে সুপারিশ প্রদান করা। গবেষণার পরিধিতে শুধুমাত্র হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে; মেডিকেল কলেজ এবং কলেজের শিক্ষা কার্যক্রমকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়নি।

প্রশ্ন ৩: এই গবেষণার পদ্ধতি এবং তথ্যের উৎস কী?

এটি একটি গুণগত গবেষণা। প্রযোজ্য ক্ষেত্রে পরিমাণগত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। গবেষণাটিতে গুণগত তথ্য সংগ্রহ পদ্ধতি ব্যবহার করে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গুণগত তথ্য সংগ্রহের পদ্ধতির মধ্যে ছিল মুখ্য তথ্যদাতার সাক্ষাৎকার ও পর্যবেক্ষণ। গবেষণাটিতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ উভয় উৎস হতে তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লষণ করা হয়েছে । প্রত্যক্ষ তথ্যের মধ্যে অর্ন্তভুক্ত হলো– হাসপাতাল সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা-কর্মচারী, চিকিৎসক ও নার্স, নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধান কর্তৃপক্ষ, ঔষধ কোম্পানির প্রতিনিধি, গণমাধ্যম কর্মী, সংশ্লিষ্ট অন্যান্য অংশীজন এবং সেবাগ্রহীতাদের সাক্ষাৎকার। অপরদিকে, পরোক্ষ তথ্যের মধ্যে রয়েছে- হাসপাতাল পরিচালনা বিধি, নীতি, ওয়েবসাইটে প্রকাশিত তথ্য ও প্রতিবেদন, প্রাতিষ্ঠানিক নথি এবং গণমাধ্যমে প্রকাশিত সংবাদের বিশ্লেষণ ও পর্যালোচনা।

প্রশ্ন ৪: এই গবেষণার সময়কাল কী?

গবেষণাটির সময়কাল ছিলো এপ্রিল ২০২২ - মে ২০২৩ ।

প্রশ্ন ৫: গবেষণায় বিশ্লেষিত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা কতটুকু?

এ গবেষণায় বিশ্লেষণকৃত তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা যাচাইয়ে গুণগত গবেষণা-পদ্ধতিতে অনুসরণকৃত চারটি সাধারণ বৈশিষ্ট্য যথা– তথ্যের নির্ভরশীলতা, স্থানান্তরযোগ্যতা, নিশ্চয়তা ও বিশ্বস্ততা নিশ্চিত করা হয়েছে। তথ্য সংগ্রহের মধ্যে সামঞ্জস্যতা বিধান, বিভিন্ন স্তর ও পর্যায়ে তথ্যের নির্ভরযোগ্যতা ও যথার্থতা নিশ্চিতে সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত তথ্য যাচাই-বাছাই করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৬: গবেষণায় কী কী বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে?

গবেষণায় হাসপাতালের পরিচালনা ও প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো, সংশ্লিষ্ট আইন বিধি ও নীতির সীমাবদ্ধতা, হাসপাতালের আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি ও সুবিধা, প্রশাসনিক জনবল নিয়োগ, হাসপাতালের আর্থিক সামর্থ্য, হাসপাতালের আয়ে-ব্যয়ের খাত, হাসপাতালের ওয়েবসাইটে হাসপাতাল-সম্পর্কিত প্রয়োজনীয় তথ্য স্বপ্রণোদিত প্রকাশের প্রবণতা এবং হাসপাতালের সুশাসনের চ্যালেঞ্জ ও উত্তরণের উপায়সহ বিভিন্ন বিষয় পর্যালোচনা করা হয়েছে।

প্রশ্ন ৭: এই গবেষণার সার্বিক পর্যবেক্ষণসমূহ কী কী?

হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মানবসেবামূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হলেও সুশাসনের বিবিধ চ্যালেঞ্জ প্রতিষ্ঠানটিতে দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যমান। হাসপাতালটির অভ্যন্তরীণ ব্যবস্থাপনা ও নিয়ন্ত্রণ দুর্বল। ক্ষেত্রবিশেষে, পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় নীতিমালাও অনুপস্থিত। অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট আইনে দুর্বলতাসহ প্রতিষ্ঠানটি বিদ্যমান আইনসমূহ প্রতিপালন এবং তার কার্যকর প্রয়োগে ব্যর্থ

হয়েছে। চেয়ারম্যানের একচ্ছত্র ক্ষমতা এবং হাসপাতাল পরিচালনা কার্যক্রমে তার অবারিত হস্তক্ষেপ প্রতিষ্ঠানটিতে জবাবদিহি নিশ্চিতে চ্যালেঞ্জ সৃষ্টিসহ সংশ্লিষ্ট আইন প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করেছে। হাসপাতালের লাইসেন্স নিয়মিত নবায়ন না করা, ক্রয় আইন, তথ্য অধিকার আইন ও বাংলাদেশ মেডিকেল এন্ড ডেন্টাল কাউন্সিল সংক্রান্ত আইন ও বিধান অমান্য করলেও সংশ্লিষ্টদের জবাবহিদিতা নিশ্চিত করা হয়নি। বিশেষকরে, হাসপাতালে স্বপ্রণোদিত তথ্য প্রকাশ, সংরক্ষণ ও প্রচার প্রাতিষ্ঠানিকভাবে গুরুত্ব পায়নি। ফলে হাসপাতাল সংক্রান্ত তথ্যের স্বচ্ছতার ঘাটতিতে অনিয়ম ও দুর্নীতির সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতালের জন্য পৃথক জনবল কাঠামো না থাকায় অপরিকল্পিত নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতিসহ হাসপাতালের মানবসম্পদ ব্যবস্থাপনা কার্যক্রমে জবাবদিহিতা নেই। বিভিন্ন সময়ে প্রয়োজনীয়তা যাচাই না করে হাসপাতালে প্রয়োজনের অতিরিক্ত জনবল নিয়োগে এবং প্রাপ্যের চেয়ে বেশি বেতন স্কেল প্রদানে হাসপাতালের ব্যয় বৃদ্ধি পেয়েছে। নিয়োগ এবং পদোন্নতি নীতিমালা যথাযথভাবে অনুসরণ করা হয়নি। নিয়োগ ও পদায়ন, পদোন্নতি ইত্যাদি ক্ষেত্রে রয়েছে দলীয় প্রভাব ও স্বজন-প্রীতির অভিযোগ। অবৈধ পন্থায় নিয়োগ ও পদোন্নতি পাওয়ায় সংশ্লিষ্টদের মধ্যে ক্ষমতার অপব্যবহার করে আর্থিক দুর্নীতি করার সুযোগ বৃদ্ধি পেয়েছে।

হাসপাতালে আর্থিক ব্যবস্থাপনায় সক্ষমতার অভাব রয়েছে। একটি মানবিক সহায়তা সংস্থা এবং রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের অংশ হলেও হাসপাতালটি ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান ও সরকার কর্তৃক অনুদান এবং আয় ও ব্যয়ের হিসাব হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ সঠিকভাবে নথিভুক্ত করেনি যা অংশীজনদের আস্থার সংকট তৈরি করেছে। হাসপাতালটি আধুনিক চিকিৎসা যন্ত্রপাতি, সুবিধা ও সেবার উপযুক্ত পরিবেশ নিশ্চিতেও ব্যর্থ হয়েছে। বিবিধ সক্ষমতার ঘাটতি পূরণ ও আয় বৃদ্ধিতে যথাযথ পরিকল্পনা ও উদ্যোগের অভাবও লক্ষণীয়। প্রতিষ্ঠানটিতে অদক্ষ কর্মীদের নিয়োগ, পদায়ন ও পদোন্নতি প্রদান করায় অনিয়ম ও দুর্নীতি প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ হয়েছে। অনিয়ম, অব্যবস্থাপনা, অসম চুক্তিসহ বিবিধ দুর্নীতির কারণে চিকিৎসা সেবার মান নিম্নগামী হয়েছে, সুনাম নষ্ট হয়েছে, রোগীর পরিমাণ ও হাসপাতালের আয় হ্রাস পেয়েছে। ফলে অন্য হাসপাতালের সাথে প্রতিযোগীতায় ব্যর্থ হয়ে ক্রমেই একটি দুর্বল প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। সর্বোপরি, হাসপাতালটিতে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস ও রেড ক্রিসেন্ট আন্দোলনের মূলনীতি'র (মানবতা পক্ষপাতহীনতা, নিরপেক্ষতা, স্বাধীনতা, স্বেচ্ছামূলক সেবা, একতা এবং সর্বজনীনতা) পরিপন্থি কার্যক্রম পরিচালনা করা হয়েছে যা প্রতিষ্ঠানটির সুনাম বিনষ্ট করছে।

প্রশ্ন ৮: এই গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্যের আলোকে মূল সুপারিশসমূহ কী কী?

গবেষণাটিতে হাসপাতালটির সুশাসনের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় ১৪টি সুপারিশ প্রদান করা হয়েছে। উল্লেখযোগ্য সুপারিশসমূহ হলো: চেয়ারম্যানের একক ক্ষমতা হ্রাস করতে হবে। সকল আয়-ব্যয় ও কর্মকাণ্ড বোর্ড সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত মোতাবেক পরিচালিত হতে হবে; হাসপাতালের জন্য পৃথক একটি কর্ম-বিধিমালা তৈরি করতে হবে যেখানে নিয়োগ, পদোন্নতি, পেনশন, প্রভিডেন্ট, গ্রাচুয়িটি, জবাবদিহিতা ইত্যাদি সকল কিছুর উল্লেখ থাকবে। ডাক্তার/নার্স/টেশনিশিয়ান/কর্মকর্তা-কর্মচারী সকলে সেই বিধিমালার অন্তর্ভুক্ত থাকবে; হাসপাতালের জন্য একটি জনবল কাঠামো/অর্গানোগ্রাম তৈরি করতে হবে; হাসপাতালে ক্রয় বা মেরামতে কমিটি গঠনের মাধ্যমে খরচের দিক নির্দেশনাসহ তহবিল ব্যবহারে সর্বোচ্চ স্বচ্ছতা ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে সুনির্দিষ্ট নীতিমালা প্রবর্তন ও প্রয়োগ করতে হবে; হাসপাতালে প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি, পরীক্ষা-নিরীক্ষা, ঔষধ, অবকাঠামো ইত্যাদি সুবিধার পরিধি বাড়াতে হবে; হাসপাতালের চাহিদা যাচাই সাপেক্ষে একটি বার্ষিক ক্রয়-পরিকল্পনার তালিকা তৈরি করতে হবে এবং সকল ধরনের ক্রয় উক্ত তালিকা থেকে করতে হবে; প্রয়োজনীয়তা যাচাই সাপেক্ষে স্টাফদের দক্ষতা উন্নয়নে প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করতে হবে; চিকিৎসক/নার্স/কর্মকর্তা ও কর্মচারীর কাজের জবাবদিহিতা নিশ্চিতে বার্ষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে; হাসপাতালের বিদ্যমান সমস্যা, অনিয়ম ও দুর্নীতি চিহ্নিতকরণে সেবাগ্রহীতা কর্তৃক অভিযোগ দাখিলে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণ এবং অভিযোগ আমলে নিয়ে সেবার মানের উন্নয়ন করা করতে হবে; হাসপাতালের বিভিন্ন কার্যক্রমের দুর্বলতাসমূহ সুনির্দিষ্টভাবে তুলে ধরতে হবে এবং হাসপাতালের সকল ধরনের ক্রয়ে সংশ্লিষ্ট আদেশ ও নিয়ম-নীতি কঠোরভাবে পালন করতে হবে।

প্রশ্ন ৯: এ গবেষণায় প্রাপ্ত তথ্য সকলের জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য কি?

এই গবেষণা প্রতিবেদনে উপস্থাপিত তথ্য সংশ্লিষ্ট সকল অংশীজনের ক্ষেত্রে সমভাবে প্রযোজ্য নয়। তবে উল্লিখিত তথ্য-উপাত্ত হলি ফ্যামিলি রেড ক্রিসেন্ট মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে সুশাসন সংক্রান্ত চ্যালেঞ্জসমূহ সম্পর্কে একটি ধারণা দেয়।

প্রশ্ন ১০: টিআইবি কর্তৃক প্রকাশিত প্রতিবেদন কি সকলের জন্য উন্মুক্ত?

টিআইবি স্বপ্রণোদিতভাবে তথ্য প্রকাশের নীতি অবলম্বন করে থাকে। টিআইবির কাঠামো, ব্যবস্থাপনা, কর্মকৌশল ও পরিকল্পনা, চলতি কার্যক্রম, প্রতিবেদন ও মূল্যায়ন, সকল পলিসি সংক্রান্ত নথি, বাজেট, অর্থ ও হিসাব সম্পর্কিত সকল তথ্য জনগণের জন্য উন্মুক্ত ও টিআইবির ওয়েবসাইটে পাওয়া যায়। এছাড়া, জনগণের তথ্য অধিকারের অংশীজন হিসেবে এবং তথ্য অধিকার আইন ২০০৯ অনুসারে টিআইবির তথ্য সরবরাহের জন্য নির্ধারিত তথ্য কর্মকর্তা রয়েছেন। এ প্রতিবেদন সম্পর্কে আরো বিস্তারিত জানতে চাইলে ফোন বা ইমেইলের মাধ্যমে উক্ত তথ্য কর্মকর্তার সাথে যোগাযোগ করা যেতে পারে– মোবাইল: ০১৭১৪-০৯২৮২৩, ই-মেইল: info@ti-bangladesh.org

****